যুগান্তর

তারিখ ..22 MAR 2017...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...১...

এসএসসির প্রশ্নফাঁস

চাকরি হারাচ্ছেন দুই শিক্ষক : চিঠি যাচ্ছে রেল মন্ত্রণালয়ে

যুগান্তর রিপোর্ট

এবারের এসএসসির প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় গ্রেফতার দুই শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করতে রেলপথ মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। রেল মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা না নিলে স্কুলটি বন্ধ করে দেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ ছাড়া প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় আটক ১৬ জনের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থাও নেয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। বিষয়টি নিশ্চিত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক) রুহী রহমান যুগান্তরকে বলেন, যে প্রতিষ্ঠানের দুই শিক্ষক প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় ধরা পড়েছে, সেই প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এমপিওভুক্ত নয়। প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দেয় রেলওয়ে বিভাগ। এ কারণে আমরা

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

চাকরি হারাচ্ছেন দুই শিক্ষক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ওই মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিচ্ছি। আমরা চাচ্ছি, শিক্ষক দু'জনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হোক। যদি তারা তা না নেয়, তাহলে আমরা স্কুলটির পাঠদান বাতিল করার উদ্যোগ নেব।

ব্যবস্থা না নিলে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দেয়া হবে

আটক ১৬ জনের বিরুদ্ধে কঠোর অ্যাকশন

গত কয়েক বছর ধরে রাজধানীর কমলাপুর শেরেবাংলা রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আবদুল আলিম ও ইংরেজির শিক্ষক রফিকুল ইসলাম এসএসসিসহ পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস করে আসছেন বলে পুলিশি তদন্তে বেরিয়ে এসেছে। এ বছরের এসএসসি পরীক্ষায় প্রায় প্রতিদিন রাত থেকে প্রশ্নফাঁসের গুজব রটে। পরদিন সকালে তা ব্যাপকভাবে রটে যায়। এর মধ্যে গণিত পরীক্ষার প্রশ্নটি পরীক্ষার অন্তত ৪০ মিনিট আগে ফাঁসের প্রমাণ খোদ বোর্ডের কর্মকর্তারাই পান। এ ঘটনার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বোর্ডের কর্মকর্তারা নড়েচড়ে বসেন। প্রযুক্তিগত অনুসন্ধানের মাধ্যমে পুলিশসহ আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উল্লিখিত স্কুলের শিক্ষক রফিকুল ইসলামসহ কয়েকজনকে ধরে ফেলেন। পরে ব্যাপক অনুসন্ধান ও জেরার মুখে প্রশ্নফাঁসের কথা স্বীকার করেন তারা। আদালতে জবানবন্দিতে রফিকুল ইসলামসহ অন্যরা জানান, জ্ঞানকোষ একাডেমির নামে একটি কোচিং সেন্টারের আড়ালে তারা ফেসবুকের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁস করতেন। কমলাপুর শেরেবাংলা রেলওয়ে স্কুল অ্যান্ড কলেজের সহকারী শিক্ষক আসামি রফিকুল ইসলাম এই জ্ঞানকোষ একাডেমির পরিচালক। কোচিং সেন্টারের শিক্ষকদের একটি সিন্ডিকেট পরীক্ষা শুরুর আগেই প্রশ্নপত্র সমাধানসহ ফেসবুকে পোস্ট করত। তারা বিভিন্নজনের কাছে ৫০০ থেকে ৮০০ টাকায় প্রশ্নপত্র বিক্রি করত। জবানবন্দিতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অন্যতম হোতা হিসেবে কমলাপুর শেরেবাংলা রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আবদুল আলিমের নাম আসে। পরে তাকেও গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এখন এই দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে কঠোর অ্যাকশন নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, প্রশ্নফাঁসকারী শিক্ষক দু'জনের চাকরিচ্যুতি ছাড়াও তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থার কথাও ভাবছে। তাদের পাশাপাশি ইতিমধ্যে চিহ্নিত ১৬ জনের বিরুদ্ধেও আইনগত ব্যবস্থা নিতে আইনশৃংখলা বাহিনীকে চিঠি দেয়া হবে। পাশাপাশি প্রয়োজনে শিক্ষা বোর্ড পাবলিক পরীক্ষা আইন ১৯৮০ এবং ১৯৯২ (সংশোধিত) অনুযায়ীও ব্যবস্থা নেবে।